रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-221
রেজিস্ট্রী নং ডি-২২১

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
ভারতের গেজেট

असाधारण

EXTRAORDINARY

বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 12 नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022 [भाद्र 9, 1944 शक

No. 12 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022 [BHADRA 9, 1944 (SAKAY)

নং 12 নতুন দিল্লী, বুধবার, ৩১শে আগস্ট, ২০২২ [৯ই ভাদ্র, ১৯৪৪(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ৭ই জুন, ২০২২/১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪৪(শক)

(১) দি সিগারেট্স্ অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস্ (প্রোহিবিশ্ন্ অফ অ্যাডভারটাইজমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশ্ন্ অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, প্রোডাক্শ্ন্, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিসট্রিবিউশ্ন্) অ্যাক্ট, ২০০৩ (২০০৩-এর ৩৪),

(২) দি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ২৯),

(৩) দি প্রোটেকশন অফ্ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৪৩),

(৪) দি ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫৩)

(৫) দি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৬-এর ১৯),

(৬) দি শেডিউল্ড ট্রাইব্স অ্যান্ড আদার ট্রাডিশনাল ফরেস্ট ড্যুয়েলার্স্ (রিকগনিশন অফ্ ফরেস্ট রাইট্স) অ্যাক্ট, ২০০৬ (২০০৭-এর ২),-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

ডঃ রীটা বশিষ্ট
সচিব
বিধান বিভাগ
বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 7th June, 2022/ 17 Jyaistha, 1944 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003),

(2) The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005),

(3) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005),

(4) The Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005),

(5) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006),

(6) The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007),

are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

Dr. Reeta Vashista
Secretary
Legislative Department
Ministry of Law and Justice
Government of India

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আইন, ২০০৫

(২০০৫ - এর ৫৩ নং আইন)

[২৩ শে ডিসেম্বর, ২০০৫]

বিপর্যয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপন এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :–

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে; এবং এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের জন্য ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করা যাইবে এবং কোন রাজ্য সম্পর্কে এই আইনের কোনও বিধানে প্রারম্ভ সম্পর্কিত কোনও উল্লেখ, ঐ রাজ্যে ঐ বিধানের প্রারম্ভের উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, –

(ক) ''প্রভাবিত এলাকা'' বলিতে বিপর্যয়ের ফলে দেশের কোন প্রভাবিত এলাকা বা অংশ বুঝায়;

(খ) ''সক্ষমতা তৈরী'' -তে—

(i) বিদ্যমান উপায়সমূহ এবং যেসকল উপায় অর্জন বা সৃষ্টি করা হইবে তাহা চিহ্নিত করা,

(ii) (ঝ) উপপ্রকরণ অনুযায়ী চিহ্নিত উপায়সমূহ অর্জন বা সৃজন করা,

(iii) বিপর্যয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনের জন্য কর্মচারিবৃন্দকে সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দান করা এবং ঐরূপ প্রশিক্ষণে সহযোজন করা,

অন্তর্ভুক্ত হয়;

(গ) ''কেন্দ্রীয় সরকার'' বলিতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকে ভারত সরকারের এরূপ মন্ত্রক বা বিভাগকে বুঝায়;

(ঘ) ''বিপর্যয়'' বলিতে কোন এলাকায় প্রকৃতি বা মনুষ্য - সৃষ্ট কারণে অথবা দুর্ঘটনা বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত এরূপ কোন বিপত্তি, দুর্বিপাক, চরম দুর্দশা বা গুরুতর ঘটনা বুঝায়, যাহার ফলে প্রভূত প্রাণহানি,মনুষ্য দুর্ভোগ বা সম্পত্তি ক্ষতি ও ধ্বংস হয়, অথবা পরিবেশের ক্ষতি বা অবনতি হয় এবং উহা এরূপ প্রকৃতির বা মাত্রার হয়, যাহার মোকাবিলা করা প্রভাবিত এলাকার জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের বাহিরে হয়;

(ঙ) "বিপর্যয় ব্যবস্থাপন" বলিতে এরূপ ব্যবস্থাদির পরিকল্পনা,সংগঠিত করা, সমন্বয়ণ ও রূপায়ণের ধারাবাহিক ও সুসংহত প্রক্রিয়া বুঝায়, যাহা –

(i) কোন বিপর্যয়ের বিপদ বা ভীতি নিবারণের জন্য;

(ii) কোন বিপর্যয়ের ঝুঁকি অথবা উহার তীব্রতা বা পরিণতি প্রশমিত বা হ্রাস করিবার জন্য;

(iii) সক্ষমতা তৈরী করিবার জন্য;

(iv) যে কোন বিপর্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবার জন্য;

(v) কোন আসন্ন বিপর্যয় - পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে তৎপরতার সহিত মোকাবিলার জন্য;

(vi) কোনও বিপর্যয়ের প্রভাবের তীব্রতা বা মাত্রা নির্ধারণ করিবার জন্য;

(vii) অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণের জন্য;

(viii) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য

আবশ্যক বা সঙ্গত হয়;

(চ) "জেলা প্রাধিকার" বলিতে ২৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার বুঝায়;

(ছ) "জেলা পরিকল্পনা" বলিতে জেলার জন্য ৩১ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা বুঝায়;

(জ) "স্থানীয় প্রাধিকার" -এ পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান, পৌরসংঘ, জেলা পর্ষদ, সেনানিবাস পর্ষদ, নগর পরিকল্পনা প্রাধিকার বা জেলা পরিষদ অথবা, যে কোন নামে অভিহিত কোন সংস্থা বা প্রাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাহাদের কোন বিনির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকায় নাগরিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপন সমেত অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানের জন্য তৎসময়ে বিধি দ্বারা বিনিহিত করা হইয়াছে;

(ঝ) "প্রশমন" বলিতে কোন বিপর্যয়ের বা আসন্ন বিপর্যয়-পরিস্থিতির ঝুঁকি, আঘাত বা প্রভাব হ্রাস করিবার লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ বুঝায়;

(ঞ) "জাতীয় প্রাধিকার" বলিতে ৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী স্থাপিত জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকারকে বুঝায়;

(ট) "জাতীয় নির্বাহিক কমিটি" বলিতে, ৮ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত জাতীয় প্রাধিকারের নির্বাহিক কমিটি বুঝায়;

(ঠ) "জাতীয় পরিকল্পনা" বলিতে সমগ্র দেশের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য ১১ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুত পরিকল্পনা বুঝায়;

(ড) ''প্রস্তুতি " বলিতে আসন্ন বিপর্যয়-পরিস্থিতিতে অথবা বিপর্যয়ে ও উহার প্রভাবের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকা বুঝায়;

(ঢ) ''বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ণ) ''পুনর্গঠন" বলিতে বিপর্যয়ের পর কোন সম্পত্তির গঠন বা পুনরুদ্ধার বুঝায়;

(ত) ''সম্পদ" লোকশক্তি, পরিষেবা, উপকরণ ও রসদসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(থ) ''রাজ্য প্রাধিকার" বলিতে ১৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাকরণ প্রাধিকার বুঝায় এবং ঐ ধারা অনুযায়ী সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(দ) ''রাজ্য নির্বাহিক কমিটি" বলিতে ২০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত কোন রাজ্য প্রাধিকারের নির্বাহিক কমিটি বুঝায়;

(ধ) ''রাজ্য সরকার" বলিতে রাজ্য সরকারের এরূপ কোন বিভাগ বুঝায়, যাহার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের প্রশাসককে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ন) ''রাজ্য পরিকল্পনা" বলিতে ২৩ ধারা অনুযায়ী সমগ্র রাজ্যের জন্য প্রস্তুত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা বুঝায়।

অধ্যায় ২

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার স্থাপন।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতৎপক্ষে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ, এই আইনের প্রয়োজনে, জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার নামক একটি প্রাধিকার স্থাপিত হইবে।

(২) জাতীয় প্রাধিকার, চেয়ারপার্সন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে অনধিক নয়জনের সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং নিয়মাবলীতে ভিন্নরূপ ব্যবস্থিত না হইলে, জাতীয় প্রাধিকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত অনধিক নয়জন অন্যান্য সদস্য।

(৩) জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন, (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী মনোনীত সদস্যগণের একজনকে জাতীয় প্রাধিকারের উপ-চেয়ারপার্সনরূপে নামোদ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(৪) জাতীয় প্রাধিকারের সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী যেরূপ বিহিত করা যাইবে সেরূপ হইবে।

জাতীয় প্রাধিকারের সভা।

৪। (১) জাতীয় প্রাধিকার, যেরূপ ও যখন আবশ্যক হইবে এবং জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে, উহার সভা করিবেন।

(২) জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন, জাতীয় প্রাধিকারের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) যদি জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন কোনও কারণে জাতীয় প্রাধিকারের কোনও সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন, তাহাহইলে জাতীয় প্রাধিকারের উপ-চেয়ারপার্সন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

জাতীয় প্রাধিকারের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ।

৫। কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, জাতীয় প্রাধিকারে সেরূপ আধিকারিক, পরামর্শদাতা ও কর্মচারিগণকে উপলব্ধ করিবেন।

জাতীয় প্রাধিকারের ক্ষমতা ও কৃত্য।

৬। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, জাতীয় প্রাধিকারের, বিপর্যয়ের সময়ানুগ ও কার্যকর মোকাবিলা সুনিশ্চিত করণার্থে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, জাতীয় প্রাধিকার –

(ক) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের নীতিসমূহ নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(খ) জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(গ) জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভারত সরকারের মন্ত্রকসমূহ বা বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঘ) রাজ্য পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(ঙ) ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে বিপর্যয় নিবারণের জন্য বা উহার প্রভাব প্রশমনের জন্য ব্যবস্থাসমূহ সুসংহতকরণের উদ্দেশ্যে তাহারা যে নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন, তাহা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(চ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের নীতি ও পরিকল্পনা বলবৎকরণ ও রূপায়নের সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(ছ) বিপর্যয় প্রশমনের উদ্দেশ্যে তহবিলের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিতে পারিবেন;

(জ) বৃহৎ বিপর্যয়ে প্রভাবিত অন্যান্য দেশকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেরূপ সহায়তা দানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঝ) বিপর্যয় নিবারণের জন্য বা উহা প্রশমনের জন্য, অথবা আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি বা সক্ষমতা তৈরীর জন্য উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(ঞ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্টিটিউটের কৃত্যাদির জন্য বিস্তৃত নীতি ও নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৩) জরুরী অবস্থায় জাতীয় প্রাধিকারের চেয়ারপার্সনের, জাতীয় প্রাধিকারের সকল বা যেকোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক কার্যোত্তর - অনুমোদনের সাপেক্ষাধীন হইবে।

জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন।

৭। (১) জাতীয় প্রাধিকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং জাতীয়, রাজ্য বা জেলা স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবেন।

(২) জাতীয় প্রাধিকারের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণকে সেরূপ ভাতাসমূহ প্রদান করা হইবে।

জাতীয় নির্বাহিক কমিটি গঠন।

৮। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, ৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারি করিবার অব্যবহিত পর, এই আইন অনুযায়ী জাতীয় প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে উহাকে সহায়তা করিবার জন্য একটি জাতীয় নির্বাহিক কমিটি গঠন করিবেন।

(২) জাতীয় নির্বাহিক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ মন্ত্রক বা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ভারত সরকারের সচিব, যিনি পদাধিকারবলে চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) কৃষি, পরমাণু শক্তি, প্রতিরক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, পরিবেশ ও বন, অর্থ (ব্যয়), স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহাকাশ, দূরসঞ্চার, নগরোন্নয়ন, জলসম্পদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকা মন্ত্রক বা বিভাগসমূহে ভারত সরকারের সচিবগণ এবং চিফ অফ স্টাফ কমিটির সুসংহত প্রতিরক্ষা স্টাফের চিফ, পদাধিকারবলে।

(৩) জাতীয় নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সন জাতীয় নির্বাহিক কমিটির কোনও সভায় অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অন্য কোন আধিকারিককে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং জাতীয় প্রাধিকারের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৪) জাতীয় নির্বাহিক কমিটির ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগে এবং উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তৎকর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ হইবে।

উপ কমিটিসমূহ গঠন।

৯। (১) জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, উহার কৃত্যসমূহ কার্যকররূপে নির্বাহের জন্য, যখন ও যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখন ও সেরূপ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করিবেন।

(২) জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, উহার সদস্যগণের মধ্যে হইতে, (১) উপধারায় উল্লিখিত উপকমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করিবেন।

(৩) কোনও উপকমিটিতে বিশেষজ্ঞরূপে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত করা হইবে সেরূপ ভাতাসমূহ প্রদান করা হইবে।

জাতীয় নির্বাহিক কমিটির ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

১০। (১) জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, জাতীয় প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে উহাকে সহায়তা করিবেন এবং উহার উপর জাতীয় প্রাধিকারের নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণের দায়িত্ব থাকিবে এবং দেশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালন নিশ্চিত করিবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, জাতীয় নির্বাহিক কমিটি –

(ক) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য সমন্বয়কারী ও নজরদারি সংস্থারূপে কার্য করিতে পারিবেন;

(খ) জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষ জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারিবেন;

(গ) জাতীয় নীতি রূপায়ণে সমন্বয় ও নজরদারি করিতে পারিবেন;

(ঘ) ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগ এবং রাজ্য প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(ঙ) জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকানুসারে রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রাধিকারসমূহকে তাহাদের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সম্পর্কিত পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুতির জন্য আবশ্যক প্রায়োগিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(চ) জাতীয় পরিকল্পনা ও ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(ছ) মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনার্থে ব্যবস্থাসমূহ সুসংহতকরণের জন্য জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকাসমূহের রূপায়ন সম্পর্কে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(জ) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগ এবং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক যে প্রশমন ও প্রস্তুতি ব্যবস্থাদি গৃহীত হইবে, তৎসম্পর্কে নজরদারি ও সমন্বয়ন করিতে পারিবে এবং নির্দেশদান করিতে পারিবেন;

(ঝ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকারের সকল স্তরে প্রস্তুতির মূল্যায়ন করিতে বা যেক্ষেত্রে আবশ্যক হইবে সেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রস্তুতি বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঞ) বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণ কর্মিগণের জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয়ন করিতে পারিবেন;

(ট) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের ঘটনার মোকাবিলার ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(ঠ) কোন আসন্ন বিপর্যয় বা বিপর্যয়ের মোকাবিলায় ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ, রাজ্য সরকার বা রাজ্য প্রাধিকারসমূহের জন্য নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিতে বা উহাদিগকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ড) সরকারের কোনও বিভাগ বা এজেন্সিকে, জরুরী মোকাবিলা, উদ্ধার ও ত্রাণের উদ্দেশ্যে উহার নিকট যেরূপ প্রাপ্তিসাধ্য হয় সেরূপ লোকবল বা উপকরণগত সম্পদ জাতীয় প্রাধিকার বা রাজ্য প্রাধিকারের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিবার জন্য উহাকে অনুজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(ঢ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে ব্যাপৃত ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের, রাজ্য প্রাধিকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অন্যান্য সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে ব্যাপৃত অন্যান্যদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপদেশ দান, সহায়তা দান ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(ণ) এই আইন অনুযায়ী রাজ্য প্রাধিকার ও জেলা প্রাধিকারসমূহের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য উহাদের প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহায়তার ব্যবস্থা করিতে বা উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ত) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত সাধারণ শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(থ) জাতীয় প্রাধিকার উহাকে যে অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন করিতে অনুজ্ঞা করিবেন, তাহা সম্পাদন করিতে পারিবেন।

জাতীয় পরিকল্পনা।

১১। (১) সমগ্র দেশে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা নামক একটি পরিকল্পনা রচিত হইবে।

(২) জাতীয় পরিকল্পনা, জাতীয় নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং রাজ্য সরকারসমূহ তথা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শক্রমে জাতীয় নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত হইবে, এবং উহা জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক অনুমোদনীয় হইবে।

(৩) জাতীয় পরিকল্পনায় –

(ক) বিপর্যয় নিবারণার্থে বা উহাদের প্রভাব প্রশমনে গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ,

(খ) উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রশমন ব্যবস্থাদি সংহত করিবার জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ,

(গ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ে কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি ও সক্ষমতা তৈরীর নিমিত্ত গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ,

(ঘ) (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব

অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) জাতীয় পরিকল্পনা প্রতি বৎসর পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করিতে হইবে।

(৫) জাতীয় পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত ব্যবস্থাদিতে অর্থ যোগানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) (২) ও (৪) উপধারায় উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনার প্রতিলিপিসমূহ ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা হইবে এবং ঐ সকল মন্ত্রক বা বিভাগ জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

ন্যূনতম মানের ত্রাণের জন্য নির্দেশিকা।

১২। জাতীয় প্রাধিকার, বিপর্যয়ে প্রভাবিত ব্যক্তিগণের জন্য যে ন্যূনতম মানের ত্রাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহার নির্দেশিকা সুপারিশ করিবেন, যাহাতে,–

(i) ত্রাণশিবিরে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় জল, চিকিৎসা ও অনাময় ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ন্যূনতম চাহিদার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা,

(ii) বিধবা ও অনাথদের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা,

(iii) জীবনহানির দরুন অনুগ্রহ-সহায়তাদান তথা ঘরবাড়ির ক্ষতিবাবদ ও জীবনধারণের উপায়সমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়তাদান,

(iv) যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য ত্রাণ,

অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপশম।

১৩। জাতীয় প্রাধিকার, প্রবল মাত্রার বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে, বিপর্যয়ে প্রভাবিত ব্যক্তিগণকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উপশমের জন্য বা যেরূপ উপযুক্ত হইবে সেরূপ সুবিধাজনক শর্তে নূতন ঋণ মঞ্জুর করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৩
রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার

রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার স্থাপন।

১৪। (১) ৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারি হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রত্যেক রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ নামে রাজ্যের জন্য একটি রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার স্থাপন করিবেন।

(২) রাজ্য প্রাধিকার, চেয়ারপার্সন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত করা হইবে অনধিক নয়জনের সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং নিয়মাবলীতে অন্যথা ব্যবস্থিত না হইলে, রাজ্য প্রাধিকার নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত অনধিক আটজন অন্যান্য সদস্য;

(গ) রাজ্য নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সন, পদাধিকারবলে।

(৩) রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সিন, (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী মনোনীত সদস্যগণের একজনকে ঐ রাজ্য প্রাধিকারের ভাইস-চেয়ারপার্সনরূপে নামোদ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(৪) রাজ্য নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সন, পদাধিকারবলে রাজ্য প্রাধিকারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হইবেন :

তবে দিল্লি সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র ভিন্ন, বিধানসভা সম্পন্ন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এই ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন হইবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা প্রশাসক ঐ প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন হইবেন:

পরন্তু দিল্লি সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রের লেফটেন্যান্ট গভর্নর রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন হইবেন এবং উহার মুখ্যমন্ত্রী ভাইস-চেয়ারপার্সন হইবেন।

(৫) রাজ্য প্রাধিকারের সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী যেরূপ বিহিত করা যাইবে সেরূপ হইবে।

রাজ্য প্রাধিকারের সভা।

১৫। (১) রাজ্য প্রাধিকার, যেরূপ ও যখন আবশ্যক হইবে এবং রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে উহার সভা করিবেন।

(২) রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন, রাজ্য প্রাধিকারের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) যদি রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন কোনও কারণে রাজ্য প্রাধিকারের সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন, তাহাহইলে রাজ্য প্রাধিকারের উপ-চেয়ারপার্সন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

রাজ্য প্রাধিকারের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ।

১৬। রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, রাজ্য প্রাধিকারে সেরূপ আধিকারিক, পরামর্শদাতা ও কর্মচারিগণকে উপলব্ধ করিবেন।

রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক উপদেষ্টা কমিটি গঠন।

১৭। (১) রাজ্য প্রাধিকার, যখন ও যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখন ও সেরূপ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণকে সেরূপ ভাতাসমূহ প্রদান করা যাইবে।

রাজ্য প্রাধিকারের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

১৮। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাজ্য প্রাধিকারের, রাজ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ নিবদ্ধ করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

(২) (১) উপধারায় নিহিত বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, রাজ্য প্রাধিকার –

(ক) রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন নীতি নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(খ) জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকানুসারে রাজ্য পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(গ) রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের জন্য রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও প্রকল্পে ব্যবস্থাসমূহ সুসংহতকরণের উদ্দেশ্যে ঐ সকল বিভাগ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশিকাসমূহ নিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঙ) রাজ্য পরিকল্পনা রূপায়ণে সমন্বয়ন সাধন করিতে পারিবেন;

(চ) প্রশমন ও প্রস্তুতি ব্যবস্থাসমূহের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ করিতে পারিবেন;

(ছ) রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পুনর্বিলোকন করিতে এবং নিবারণ ও প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহ যে উহাতে সুসংহত হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(জ) রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রশমন, সক্ষমতা তৈরী ও প্রস্তুতির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পুনর্বিলোকন করিতে এবং যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ নির্দেশিকাসমূহ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) জরুরী ক্ষেত্রে রাজ্য প্রাধিকারের চেয়ারপার্সনের রাজ্য প্রাধিকারের সকল বা যেকোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ রাজ্য প্রাধিকারের কার্যোত্তর অনুমোদনের সাপেক্ষাধীন হইবে।

রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক ত্রাণের ন্যূনতম মান বাবত নির্দেশিকা।

১৯। রাজ্য প্রাধিকার, রাজ্যে বিপর্যয়ে প্রভাবিত ব্যক্তিগণকে ত্রাণদানের মানদণ্ডের ব্যবস্থা করণার্থ বিস্তৃত নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিবেন:

তবে কোন অবস্থাতেই ঐরূপ মান, এতৎসম্পর্কে জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকার ন্যূনতম মানের কম হইবে না।

রাজ্য নির্বাহিক কমিটি গঠন।

২০। (১) ১৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পর রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে উহাকে সহায়তা করণার্থ এবং রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবস্থাদির সমন্বয়সাধন করণার্থ এবং এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশমূহের পালন সুনিশ্চিত করণার্থ একটি রাজ্য নির্বাহিক কমিটি গঠন করিবেন।

(২) রাজ্য নির্বাহিক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব, যিনি পদাধিকারবলে চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, রাজ্য সরকারের সেরূপ বিভাগসমূহের চারজন সচিব, পদাধিকারবলে।

(৩) রাজ্য নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সন, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ও সেরূপ কৃত্যসমূহের সম্পাদন করিবেন এবং রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজিত করা হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতার প্রয়োগ ও অন্যান্য কৃত্যের সম্পাদন করিবেন।

(৪) রাজ্য নির্বাহিক কমিটির ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে এবং উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তৎকর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত করা হইবে সেরূপ হইবে।

রাজ্য নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক উপকমিটি গঠন।

২১। (১) রাজ্য নির্বাহিক কমিটি, উহার কৃত্যাদির কুশল নির্বাহের জন্য, উহা যখন ও যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখন ও সেরূপ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(২) রাজ্য নির্বাহিক কমিটি উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে, (১) উপধারায় উল্লিখিত উপকমিটিসমূহের চেয়ারপার্সন নিয়োগ করিবেন।

(৩) কোনও উপকমিটির সহিত বিশেষজ্ঞরূপে যুক্ত কোন ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ভাতাসমূহ প্রদত্ত হইবে।

রাজ্য নির্বাহিক কমিটির কৃত্যসমূহ।

২২। (১) রাজ্য নির্বাহিক কমিটির জাতীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব থাকিবে এবং রাজ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য সমন্বয়কারী ও নজরদারি সংস্থারূপে কার্য করিবে।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি–

(ক) জাতীয় নীতি, জাতীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য পরিকল্পনা রূপায়ণে সমন্বয়সাধন ও নজরদারি করিতে পারিবেন;

(খ) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের প্রবণতা পরীক্ষা করিতে এবং উহা নিবারণ বা প্রশমনের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন;

(গ) রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ ও জেলা প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণের জন্য নির্দেশিকাসমূহ নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(ঘ) রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ ও জেলা প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণ সম্পর্কে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(ঙ) বিভাগসমূহ কর্তৃক উহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহের সুসংহতকরণের জন্য রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকাসমূহের রূপায়ণে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(চ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির বা বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিবার জন্য সকল সরকারী বা বেসরকারী স্তরে প্রস্তুতির মূল্যায়ন করিতে এবং যেখানে আবশ্যক সেখানে ঐরূপ প্রস্তুতি বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ছ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের মোকাবিলার সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(জ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলায় যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোনও বিভাগকে বা রাজ্যের অন্য কোন প্রাধিকার বা সংস্থাকে নির্দেশদান করিতে পারিবেন;

(ঝ) ঐ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ যে যে প্রকার বিপর্যয়ের ঝুঁকিপ্রবণ হয় তৎসম্পর্কে এবং ঐ বিপর্যয় নিবারণার্থে, প্রশমনার্থে ও উহা মোকাবিলা করণার্থে ঐ গোষ্ঠীকর্তৃক যে ব্যবস্থাদি গৃহীত হইবে তৎসম্পর্কে সাধারণ শিক্ষা, সচেতনতা ও গোষ্ঠী প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(ঞ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে ব্যাপৃত রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ, জেলা প্রাধিকারসমূহ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্পর্কে পরামর্শ দান, সহায়তা দান ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(ট) জেলা প্রাধিকার ও স্থানীয় প্রাধিকারসমূহের কৃত্যসমূহের কার্যকরভাবে নির্বাহের জন্য উহাদের প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহায়তার ব্যবস্থা করিতে বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঠ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত সকল আর্থিক বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ড) রাজ্যের কোন স্থানীয় এলাকার কোন নির্মিতি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং যদি উহার এই অভিমত হয় যে, বিপর্যয় নিবারণার্থে ঐরূপ নির্মিতির জন্য নিবদ্ধ মান অনুসরণ করা হইতেছে না বা হয় নাই, তাহাহইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলা প্রাধিকার বা স্থানীয় প্রাধিকারকে, ঐরূপ মান পালন করা নিশ্চিত করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশদান করিতে পারিবেন;

(ঢ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জাতীয় প্রাধিকারকে তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন;

(ণ) রাজ্য স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা ও নির্দেশিকাসমূহ নিবদ্ধ, পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করিতে পারিবেন এবং জেলা স্তরের পরিকল্পনাসমূহ যে প্রস্তুত, পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করা হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(ত) সংজ্ঞাপন ব্যবস্থা যে চালু রহিয়াছে এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত অনুশীলন যে পর্যাবৃত্তরূপে চালান হইতেছে তাহা নিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(থ) রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক উহার উপর যেরূপ ন্যস্ত হইবে বা উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবে সেরূপ অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

রাজ্য পরিকল্পনা।

২৩। (১) প্রত্যেক রাজ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা নামক একটি পরিকল্পনা থাকিবে।

(২) রাজ্য পরিকল্পনা, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক, জাতীয় প্রাধিকার নিবদ্ধ নির্দেশিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং রাজ্য নির্বাহিক কমিটি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ, জেলা প্রাধিকারসমূহ ও জনপ্রতিনিধিগণের সহিত সেরূপ পরামর্শ করিবার পর, প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত রাজ্য পরিকল্পনা, রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে;

(৪) রাজ্য পরিকল্পনায় –

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ের ঝুঁকিপ্রবণতা;

(খ) বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনে গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ;

(গ) যে প্রণালীতে প্রশমন ব্যবস্থাদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহের সহিত সুসংহত হইবে তাহা,

(ঘ) যে সক্ষমতা তৈরী ও প্রস্তুতি ব্যবস্থাদি গৃহীত হইবে তাহা,

(ঙ) উপরের (খ), (গ) ও (ঘ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্ব;

(চ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্ব;

অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) রাজ্য-পরিকল্পনা প্রতি বৎসর পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করিতে হইবে।

(৬) রাজ্য পরিকল্পনার অধীন ব্যবস্থাদি সম্পাদনের জন্য অর্থ যোগানার্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) (২) ও (৫) উপধারায় উল্লিখিত রাজ্য পরিকল্পনার প্রতিলিপিসমূহ রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা হইবে এবং ঐ সকল বিভাগ রাজ্য পরিকল্পনা অনুসারে উহাদের নিজস্ব পরিকল্পনাসমূহ রচনা করিবেন।

আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাহিক কমিটির ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

২৪। বিপর্যয়ে প্রভাবিত গোষ্ঠীকে সহায়তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বা ঐরূপ গোষ্ঠীকে ত্রাণদানের ব্যবস্থা করণার্থে অথবা, কোন আসন্ন বিপজ্জনক বিপর্যয় পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত বাধাবিঘ্ন নিবারণ বা প্রতিহত করা ও ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি–

(ক) ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকাগামী, এলাকা হইতে বা এলাকার মধ্যে যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন;

(খ) কোন ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকায় কোন ব্যক্তির প্রবেশ, তদভ্যন্তরে তাহার চলাফেরা ও তথা হইতে নিষ্ক্রমণে নিয়ন্ত্রণ ও বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন;

(গ) ধ্বংসাবশেষ সরাইতে, অন্বেষণ করিতে ও উদ্ধারকার্য চালাইতে পারিবেন;

(ঘ) জাতীয় প্রাধিকার এবং রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ মান অনুসারে আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় জল, অত্যাবশক রসদ, স্বাস্থ্যগত যত্ন ও পরিষেবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঙ) উদ্ধার, অপসারণ অথবা জীবন বা সম্পত্তি রক্ষাকারী আশু ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য উহার অভিমতে যেরূপ আবশ্যক হইবে, সেরূপ ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বা রাজ্যের স্থানিক সীমার ভিতরের কোন জেলা প্রাধিকার বা অন্য প্রাধিকারকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;

(চ) রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ, বা অন্য কোন সংস্থা বা প্রাধিকার বা প্রাসঙ্গিক কোন সম্পদের ভারপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তিকে, জরুরী মোকাবিলা, উদ্ধার ও ত্রাণের প্রয়োজনে ঐ সম্পদ প্রাপ্তিসাধ্য করিবার অনুজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(ছ) উদ্ধার ও ত্রাণের জন্য পরামর্শ ও সহায়তাদানের ব্যবস্থা করণার্থ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাগণকে অনুজ্ঞা করিতে পারিবেন;

(জ) যখন এবং যেরূপ আবশ্যক হইবে তখন এবং সেরূপ কোন প্রাধিকার বা ব্যক্তির নিকট হইতে সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার একাধিকৃতরূপে বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(ঝ) অস্থায়ী সেতু বা অন্যান্য আবশ্যকীয় নির্মিতি নির্মাণ করিতে পারিবেন বা জনসাধারণের পক্ষে ঝুঁকিপর্ণ হইতে পারে এরূপ বিপজ্জনক কাঠামোসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন;

(ঞ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে ন্যায্য ও বৈষম্যহীনভাবে তাহাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(ট) কোনও আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট তথ্য প্রচার করিতে পারিবেন;

(ঠ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এতৎসম্পর্কে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবেন বা কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির বা বিপর্যয়ের ধরণ অনুযায়ী যেরূপ আবশ্যক বা উপযুক্ত হইবে, সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৪

জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার

জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার গঠন।

২৫। (১) প্রত্যেক রাজ্য সরকার, ১৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ নামে রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করিয়া জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রাধিকার স্থাপন করিবেন।

(২) জেলা প্রাধিকার, চেয়ারপার্সন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, অনধিক সাত জন সেরূপ অন্যান্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, এবং নিয়মাবলীতে অন্যথা ব্যবস্থিত না হইলে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ইহা গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলার সমাহর্তা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপ কমিশনার, যিনি পদাধিকারবলে চেয়ারপার্সন হইবেন;

(খ) স্থানীয় প্রাধিকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি, যিনি পদাধিকারবলে সহ-চেয়ারপার্সন হইবেন:

তবে সংবিধানে ষষ্ঠ তফসিলে যথা-উল্লিখিত জনজাতি এলাকায়, স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহিক সদস্য, পদাধিকারবলে সহ-চেয়ারপার্সন হইবেন;

(গ) জেলা প্রাধিকারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, পদাধিকারবলে;

(ঘ) পুলিশ সুপার, পদাধিকারবলে;

(ঙ) জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক, পদাধিকারবলে;

(চ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জেলা স্তরের অনধিক দুইজন আধিকারিক।

(৩) যে জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান রহিয়াছে সেই জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন জেলা প্রাধিকারের সহ-চেয়ারপার্সন হইবেন;

(৪) রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ও সেরূপ কৃত্যাদি সম্পাদনের জন্য এবং জেলা প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ প্রত্যভিযোজিত হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ও কৃত্যাদি সম্পাদনের জন্য জেলা প্রাধিকারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকরূপে একজন আধিকারিক নিযুক্ত করিবেন, যিনি, ক্ষেত্রানুযায়ী, জেলার অতিরিক্ত সমার্হতা বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত উপ কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে হইবেন না।

জেলা প্রাধিকারের চেয়ারপার্সনের ক্ষমতা।

২৬। (১) জেলা প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন, জেলা প্রাধিকারের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করা ছাড়াও, জেলা প্রাধিকার তাঁহাকে যেরূপ প্রত্যভিযোজন করিবেন জেলা প্রাধিকারের সেরূপ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ ও কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(২) জেলা প্রাধিকারের চেয়ারপার্সনের, জরুরী ক্ষেত্রে জেলা প্রাধিকারের সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ জেলা প্রাধিকারের কার্যোত্তর অনুমোদনের সাপেক্ষাধীন হইবে।

(৩) জেলা প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকারের চেয়ারপার্সন, লিখিতরূপে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহা বা তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, ক্ষেত্রানুযায়ী, (১) বা (২) উপধারার অধীন উহার বা তাঁহার সেরূপ ক্ষমতা ও কৃত্যাদি, শর্ত ও সীমাবদ্ধতা কিছু থাকিলে তৎসাপেক্ষে, জেলা প্রাধিকারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককে প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন।

সভা।

২৭। জেলা প্রাধিকার যেরূপ ও যখন আবশ্যক হইবে এবং চেয়ারপার্সন যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে, উহার সভা করিবেন।

উপদেষ্টা কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন।

২৮। (১) জেলা প্রাধিকার, উহার কৃত্যাদি সুষ্ঠু সম্পাদনে যখন ও যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখন ও সেরূপ এক বা একাধিক উপদেষ্টা কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(২) জেলা প্রাধিকার, উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে (১) উপধারায় উল্লিখিত কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করিবেন।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত কোন কমিটি বা উপ-কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে যুক্ত কোন ব্যক্তিকে, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ভাতাসমূহ প্রদত্ত হইবে।

জেলা প্রাধিকারের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ।

২৯। রাজ্য সরকার, জেলা প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, জেলা প্রাধিকারের জন্য সেরূপ আধিকারিক, পরামর্শদাতা ও অন্য কর্মচারিগণের ব্যবস্থা করিবেন।

জেলা প্রাধিকারের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ।

৩০। (১) জেলা প্রাধিকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য জেলা পরিকল্পনা, সমন্বয়ন সাধনকারী ও রূপায়ণকারী সংস্থারূপে কার্য করিবেন এবং জাতীয় প্রাধিকার ও রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে জেলায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের উদ্দেশ্যে সকল ব্যবস্থা লইবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, জেলা প্রাধিকার–

(i) জেলার জন্য জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা সমেত একটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারিবেন;

(ii) জাতীয় নীতি, রাজ্য নীতি, জাতীয় পরিকল্পনা, রাজ্য পরিকল্পনা ও জেলা পরিকল্পনা রূপায়ণে সমন্বয়সাধন ও নজরদারি করিতে পারিবেন;

(iii) জেলার বিপর্যয়প্রবণ এলাকাগুলি যে চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহা এবং সরকারের জেলা স্তরের বিভাগসমূহ কর্তৃক তথা স্থানীয় প্রাধিকার কর্তৃক বিপর্যয় নিবারণের জন্য এবং উহার প্রভাব প্রশমনের জন্য ব্যবস্থাদি যে গৃহীত হইয়াছে তাহা, নিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(iv) জাতীয় প্রাধিকার ও রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক যথা-নিবদ্ধ বিপর্যয় নিবারণে, উহার প্রভাব প্রশমন, প্রস্তুতি ও মোকাবিলার ব্যবস্থার জন্য নির্দেশিকা যে সরকারের জেলা স্তরের বিভাগসমূহ এবং জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক অনুসৃত হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(v) জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রাধিকার ও স্থানীয় প্রাধিকারসমূহকে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিবারণের জন্য বা উহা প্রশমনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;

(vi) জেলা স্তরে সরকারী বিভাগসমূহ ও জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা নিবদ্ধ করিতে পারিবেন;

(vii) জেলা স্তরে সরকারী বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পর্কে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(viii) জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও প্রকল্পসমূহে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহ সুসংহতকরণের উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় নির্দেশিকাসমূহ নিবদ্ধ করিতে, এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহায়তার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ix) (viii) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহের রূপায়ণ সম্পর্কে নজরদারি করিতে পারিবেন;

(x) জেলায় কোন বিপর্যয় বা আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করণার্থে সামর্থ্যের পুনর্বিলোকন করিতে এবং উহাদের যথা-আবশ্যক উন্নীতকরণের জন্য জেলাস্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রাধিকারসমূহকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(xi) প্রস্তুতিব্যবস্থা পুনর্বিলোকন করিতে এবং কোন বিপর্যয় বা আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় স্তরে প্রস্তুতি ব্যবস্থা আনয়নের জন্য জেলা স্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে বা যেক্ষেত্রে আবশ্যক সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাধিকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(xii) জেলার বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, কর্মচারি ও স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণ কর্মিগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ সংগঠিত ও সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(xiii) স্থানীয় প্রাধিকার, সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের জন্য গোষ্ঠী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ও সচেতনতা কার্যক্রমের সুযোগদান করিতে পারিবেন;

(xiv) পূর্ব সতর্কীকরণের বন্দোবস্ত স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বিলোকন ও উন্নীতকরণ করিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ তথ্য প্রচার করিতে পারিবেন;

(xv) জেলা স্তরের মোকাবিলা পরিকল্পনা ও নির্দেশিকাসমূহ প্রস্তুত, পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করিতে পারিবেন;

(xvi) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ের মোকাবিলা বিষয়ে সমন্বয়সাধন করিতে পারিবেন;

(xvii) জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহ ও স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ যে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদের বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(xviii) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থাদি লইতে জেলা স্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের জন্য বা জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে অন্য কোন প্রাধিকারের জন্য নির্দেশিকাসমূহ নিবদ্ধ করিতে বা, উহাদিগকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(xix) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে ব্যাপৃত জেলাস্তরের সরকারী বিভাগসমূহের, সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের এবং জেলার অন্যান্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপদেশ দান, সহায়তা দান ও সমন্বয়ন সাধন করিতে পারিবেন;

(xx) জেলায় আসন্ন বিপর্যয় বা বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের জন্য ব্যবস্থাদি যে দ্রুত ও কার্যকরভাবে চালানো হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত করণার্থ জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহের সহিত সমন্বয়সাধন করিতে ও উহাদিগকে নির্দেশিকা প্রদান করিতে পারিবেন;

(xxi) জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহকে, উহাদের কৃত্যসমূহ সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করিতে বা উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(xxii) বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের উদ্দেশ্যে জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহ, সংবিধিবদ্ধ প্রাধিকারসমূহ বা স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক প্রস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখিবার উদ্দেশ্যে উহা পুনর্বিলোকন করিতে পারিবেন;

(xxiii) জেলার কোন এলাকার কোন নির্মিতি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং যদি উহার এই অভিমত হয় যে, বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনার্থে ঐরূপ নির্মিতির জন্য নিবদ্ধ মান অনুসরণ করা হইতেছে না বা হয় নাই, তাহাহইলে ঐরূপ মান পালন করা সুনিশ্চিত করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;

(xxiv) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণকেন্দ্র বা ত্রাণশিবিররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ ভবন বা স্থানসমূহ চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ ভবন বা স্থানসমূহে জল সরবরাহ ও অনাময়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(xxv) ত্রাণ ও উদ্ধারের উপকরণসমূহ জমা করিবার ব্যবস্থা করিতে বা সংক্ষিপ্ত সূচনায় ঐরূপ উপকরণসমূহ প্রাপ্তিসাধ্য করিবার পক্ষে প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(xxvi) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাজ্য প্রাধিকারকে তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন;

(xxvii) জেলার মধ্যে তৃণমূলস্তরে কার্য করিতেছেন এরূপ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে জড়িত হইবার বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারিবেন;

(xxviii) যোগাযোগ ব্যবস্থা যে চালু রহিয়াছে এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সম্পর্কিত অনুশীলন যে পর্যাবৃত্তরূপে চালানো হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(xxix) জেলায় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য প্রাধিকার উহার উপর যেরূপ ন্যস্ত করিবে বা, উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবে, সেরূপ অন্যান্য কৃত্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

জেলা পরিকল্পনা

৩১। (১) রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার্থে একটি পরিকল্পনা থাকিবে।

(২) জেলা পরিকল্পনা, স্থানীয় প্রাধিকারসমূহের সহিত পরামর্শ করিবার পর ও জাতীয় পরিকল্পনা এবং রাজ্য পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জেলা প্রাধিকার কর্তৃক প্রস্তুত হইবে, যাহা রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) জেলা পরিকল্পনায় –

(ক) জেলার বিভিন্ন প্রকারের বিপর্যয়প্রবণ এলাকাসমূহ,

(খ) জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহ ও জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ,

(গ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলা করিতে জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহ এবং জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক যে যে সক্ষমতা - তৈরী ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক তাহা,

(ঘ) কোন বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে –

(i) জেলা স্তরের সরকারী বিভাগসমূহকে ও জেলার স্থানীয় প্রাধিকারসমূহকে দায়িত্ব আবণ্টনের ;

(ii) বিপর্যয়ের দ্রুত মোকাবিলা ও উহার জন্য ত্রাণকার্যের ;

(iii) আবশ্যক সম্পদ সংগ্রহের ;

(iv) যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের ;

(v) জনসাধারণের নিকট তথ্য প্রচারের

ব্যবস্থাকারী বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া ;

(ঙ) রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) জেলা পরিকল্পনা প্রতি বৎসর পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করা হইবে।

(৫) (২) ও (৪) উপধারায় উল্লিখিত জেলা পরিকল্পনার প্রতিলিপিসমূহ জেলার সরকারী বিভাগসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা হইবে।

(৬) জেলা প্রাধিকার, জেলা পরিকল্পনার একটি প্রতিলিপি রাজ্য প্রাধিকারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যাহা, রাজ্য সরকারের নিকট উহা প্রেরণ করিবেন।

(৭) জেলা প্রাধিকার, সময়ে সময়ে, পরিকল্পনাটির রূপায়ণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করিবেন এবং উহা রূপায়ণের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, জেলার বিভিন্ন সরকারী বিভাগকে সেরূপ নির্দেশদান করিবেন।

জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রাধিকার কর্তৃক পরিকল্পনা ও উহাদের রূপায়ণ।

৩২। জেলা স্তরে ভারত সরকারের ও রাজ্য সরকারের সকল কার্যালয় ও স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ, জেলা প্রাধিকারের অবেক্ষণ সাপেক্ষে, –

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ, যথা :–

(i) জেলা পরিকল্পনায় যথা-ব্যবস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা এজেন্সিসমূহকে যথানির্দিষ্ট বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের উপায়সমূহের জন্য ব্যবস্থাদি,

(ii) জেলা পরিকল্পনায় যথা-নিবদ্ধ সক্ষমতা তৈরী ও প্রস্তুতি সম্পর্কে কর্মপন্থাসমূহ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাদি,

(iii) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উহা মোকাবিলার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়াসমূহ

সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন;

(খ) স্থানীয় প্রাধিকার, গোষ্ঠী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসমেত জেলা স্তরের অন্যান্য সংগঠনের পরিকল্পনার সহিত নিজ পরিকল্পনার প্রস্তুত ও রূপায়ণে সমন্বয়ন সাধন করিবেন;

(গ) নিয়মিতভাবে ঐ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও সদ্যতন করিবেন; এবং

(ঘ) জেলা প্রাধিকারের নিকট উহার বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা ও উহার কোন সংশোধনের প্রতিলিপি দাখিল করিবেন।

জেলা প্রাধিকার কর্তৃক অধিযাচন।

৩৩। জেলা প্রাধিকার, আদেশ দ্বারা জেলা স্তরের কোন আধিকারিক বা সরকারী বিভাগকে বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারকে, বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের জন্য, বা কার্যকরভাবে উহা মোকাবিলা করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ ব্যবস্থাদি লইতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আধিকারিক বা বিভাগ ঐরূপ আদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রাধিকারের ক্ষমতা ও কৃত্য।

৩৪। কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলায় কোন গোষ্ঠীকে সহায়তা, রক্ষা বা ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে, জেলা প্রাধিকার,—

(ক) জেলার সরকারী কোনও বিভাগ বা স্থানীয় প্রাধিকারের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদসমূহ ছাড়িয়া দিবার ও ব্যবহার করিবার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;

(খ) ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকাগামী, এলাকা হইতে বা এলাকার মধ্যে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করিতে পারিবেন;

(গ) ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকায় কোন ব্যক্তির প্রবেশ, তদ্‌ভ্যন্তরে তাঁহার চলাচল ও উহা হইতে নিষ্ক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করিতে পারিবেন;

(ঘ) ধ্বংসাবশেষ সরাইতে, তল্লাশি করিতে ও উদ্ধারকার্য চালাইতে পারিবেন;

(ঙ) আশ্রয়, খাদ্য, বা পানীয় জল ও অত্যাবশ্যক রসদ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষেবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(চ) প্রভাবিত এলাকায় জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন;

(ছ) দাবীহীন শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(জ) উহার অভিমতে যেরূপ আবশ্যক হইবে, জেলাস্তরে রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ বা ঐ সরকারের অধীন কোন প্রাধিকার বা সংস্থাকে সেরূপ ব্যবস্থাদি লইবার সুপারিশ করিতে পারিবেন;

(ঝ) যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবে সেরূপ উপদেশ ও সহায়তা দানের জন্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাগণকে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন;

(ঞ) কোন প্রাধিকার বা ব্যক্তির নিকট হইতে সুখ-সুবিধা একাধিকৃতভাবে বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(ট) অস্থায়ী সেতু বা অন্যান্য আবশ্যকীয় নির্মিতি নির্মাণ করিতে পারিবেন এবং জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হয় বা বিপর্যয়ের প্রভাব বৃদ্ধি করে এরূপ নির্মিতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন;

(ঠ) বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে তাহাদের কার্যকলাপ ন্যায্য ও অ-বৈষম্যমূলকভাবে চালায় তাহা সুনিশ্চিত করিতে পারিবেন;

(ড) ঐরূপ পরিস্থিতিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে বা উপযুক্ত হইবে সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অধ্যায় ৫

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা লইবেন।

৩৫। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের উদ্দেশ্যে যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বিবেচনা করিবেন, সেরূপ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং (১) উপধারার বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ঐ উপধারা অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা লইতে পারেন তাহাতে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়, যথা:—

(ক) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ, রাজ্য সরকারসমূহ, জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকারসমূহ, সরকারী ও বে-সরকারী সংগঠনসমূহের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা;

(খ) ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ কর্তৃক উহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনার্থ ব্যবস্থাসমূহের সুসংহতকরণ সুনিশ্চিত করা;

(গ) ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, সক্ষমতা-তৈরী ও প্রস্তুতির জন্য অর্থ - তহবিলের যথাযথ আবন্টন সুনিশ্চিত করা;

(ঘ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে দ্রুত ও কার্যকর মোকাবিলা করিতে ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ যাহাতে প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন তাহা সুনিশ্চিত করা;

(ঙ) রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক যেরূপে প্রার্থিত হইবে সেরূপ, বা তৎকর্তৃক অন্যথা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেরূপ সাহায্য ও সহায়তা দান করা;

(চ) নৌবাহিনী, পদাতিক ও বিমানবাহিনী, সংঘের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী বা এই আইনের প্রয়োজনে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য অ-সামরিক ব্যক্তিকে নিয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের এজেন্সিসমূহ, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ ও বিদেশী রাষ্ট্রের সরকারসমূহের সহিত সমন্বয়সাধন করা;

(জ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা;

(ঝ) এই আইনের বিধানাবলীর কার্যকর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সেরূপ অন্যান্য বিষয়।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, বড় বিপর্যয়ে প্রভাবিত অন্যান্য দেশকে, উহা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেরূপ সহায়তা দান করিতে পারিবেন।

ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের দায়িত্ব।

৩৬। ভারত সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রক বা বিভাগের দায়িত্ব হইবে–

(ক) জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, প্রস্তুতি ও সক্ষমতা-তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা;

(খ) উহার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহ সুসংহত করা;

(গ) জাতীয় প্রাধিকারের নির্দেশিকা বা এতৎপক্ষে জাতীয় নির্বাহিক কমিটির নির্দেশানুসারে কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের কার্যকর ও দ্রুত মোকাবিলা করা;

(ঘ) বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন বা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সন্নিবেশিত করিবার উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক প্রযুক্ত অধিনিয়ম, উহার নীতি, নিয়ম ও প্রনিয়মাবলী পুনর্বিলোকন করা;

(ঙ) বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, সক্ষমতা-তৈরী ও প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থাদি বাবদ তহবিল আবণ্টন করা;

(চ) জাতীয় প্রাধিকার ও রাজ্য সরকারকে,–

(i) প্রশমন, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা পরিকল্পনা রচনার জন্য; সক্ষমতা-তৈরী, উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সম্পর্কে কর্মী চিহ্নিতকরণ ও প্রশিক্ষণের জন্য;

(ii) প্রভাবিত এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালাইবার জন্য;

(iii) কোন বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের জন্য;

(iv) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন চালাইবার জন্য;

সহায়তাদানের ব্যবস্থা করা;

(ছ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করিবার জন্য –

(i) কোন ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকায় জরুরী যোগাযোগের ব্যবস্থা করণার্থ;

(ii) প্রভাবিত এলাকাগামী বা তথা হইতে কর্মী ও ত্রাণসামগ্রী পরিবহনের জন্য;

(iii) অপসারণ, উদ্ধার, অস্থায়ী আশ্রয় বা অন্যান্য আশু ত্রাণের জন্য;

(iv) অস্থায়ী সেতু, জেটি ও অবতরণস্থল স্থাপনের জন্য;

(v) প্রভাবিত এলাকায় পানীয় জল, অত্যাবশ্যক রসদ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষেবাদানের ব্যবস্থা করণার্থ;

ব্যবস্থাদি সমেত উহার সম্পদসমূহ জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটির নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করানো;

(জ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা।

৩৭। (১) ভারত সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রক বা বিভাগ–

(ক) নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ বিনির্দিষ্ট করিয়া একটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে, যথা:–

(i) জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের জন্য তৎকর্তৃক গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ;

(ii) জাতীয় প্রাধিকার ও জাতীয় নির্বাহিক কমিটির নির্দেশিকা অনুসারে উহার উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিপর্যয় প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহ সুসংহতকরণ সম্পর্কিত বিনির্দেশসমূহ;

(iii) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতা-তৈরী সম্পর্কে উহার ভূমিকা ও দায়িত্ব;

(iv) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয়ের দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্পর্কে উহার ভূমিকা ও দায়িত্ব;

(v) (iii) ও (iv) উপপ্রকরণে বিনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবার পক্ষে উহার প্রস্তুতির বর্তমান স্থিতি;

(vi) (iii) ও (v) উপপ্রকরণে বিনির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করিবার পক্ষে উহাকে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক তাহা,

(খ) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত পরিকল্পনা প্রতি বৎসর পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করিবেন;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট, ক্ষেত্রানুযায়ী, (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণে উল্লিখিত পরিকল্পনার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন, যাহা উহার প্রতিলিপি অনুমোদনের জন্য জাতীয় প্রাধিকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ভারত সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রক বা বিভাগ –

(ক) (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুতকালে, উহাতে বিনির্দিষ্ট কার্যকলাপ বাবদ অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক যেরূপ ও যখন অনুজ্ঞাত হইবেন, তখন ও সেরূপ উহার নিকট (১) উপধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্পর্কিত স্থিতি রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৮। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক রাজ্য সরকার জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে বিনির্দিষ্ট সকল ব্যবস্থা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের উদ্দেশ্যে উহা যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া গণ্য করিবেন সেরূপ অধিকতর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার (১) উপধারা অনুযায়ী যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহা নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যথা:–

(ক) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, রাজ্য প্রাধিকার, জেলা প্রাধিকারসমূহ, স্থানীয় প্রাধিকার ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের কার্যকলাপের সমন্বয়সাধন করা;

(খ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে জাতীয় প্রাধিকার ও জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য প্রাধিকার ও রাজ্য নির্বাহিক কমিটি এবং জেলা প্রাধিকারসমূহকে সহযোগিতা করা ও সহায়তাদান করা;

(গ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ কর্তৃক যেরূপ অনুরোধ করা হইবে বা তৎকর্তৃক যেরূপ অন্যথা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে সেরূপ সহযোগিতা ও সহায়তা করা;

(ঘ) রাজ্য পরিকল্পনা ও জেলা পরিকল্পনার বিধানাবলী অনুসারে রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ কর্তৃক বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, সক্ষমতা-তৈরি ও প্রস্তুতি বাবদ ব্যবস্থাদির জন্য তহবিল আবণ্টন করা;

(ঙ) বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের জন্য ব্যবস্থাসমূহ, রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহ কর্তৃক উহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে যে সুসংহত করা হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত করা;

(চ) বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস বা প্রশমন করিবার ব্যবস্থাসমূহ, রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুসংহত করা;

(ছ) জাতীয় প্রাধিকার ও রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনার প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করা;

(জ) ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী স্তর পর্যন্ত পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করা;

(ঝ) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলা প্রাধিকারসমূহ যাহাতে যথাযথ প্রস্তুতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহা সুনিশ্চিত করা;

(ঞ) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ, কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় কার্যকরভাবে মোকাবিলা, উদ্ধার ও ত্রাণের উদ্দেশ্যে যাহাতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকারসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা হয়, তাহা সুনিশ্চিত করা;

(ট) কোন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণে সহায়তাদানের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঠ) এই আইনের বিধানাবলীর কার্যকরভাবে রূপায়ণ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া গণ্য করিবেন সেরূপ অন্যান্য বিষয়।

রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহের দায়িত্ব।

৩৯। রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব হইবে –

(ক) জাতীয় প্রাধিকার ও রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, প্রস্তুতি, সক্ষমতা-তৈরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা;

(খ) বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের ব্যবস্থাসমূহ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে সুসংহত করা;

(গ) বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন, সক্ষমতা তৈরী ও প্রস্তুতির জন্য তহবিল আবণ্টন করা;

(ঘ) রাজ্য পরিকল্পনা অনুসারে, এবং জাতীয় নির্বাহিক কমিটি ও রাজ্য নির্বাহিক কমিটির নির্দেশিকা বা নির্দেশ অনুসারে কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা;

(ঙ) বিপর্যয় নিবারণ, প্রশমন বা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বিধানাবলী সন্নিবেশিত করিবার উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক প্রযুক্ত অধিনিয়মসমূহ, উহার নীতিসমূহ নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলী পুনর্বিলোকন করা;

(চ) জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি ও জেলা প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক—

(i) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সম্পর্কে প্রশমন, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা পরিকল্পনাসমূহ, সক্ষমতা-তৈরী, উপাত্ত সংগ্রহ এবং কর্মী চিহ্নিতকরণ ও প্রশিক্ষণের জন্য,

(ii) কোন বিপর্যয়ে ক্ষতিনির্ধারণের জন্য,

(iii) পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ চালাইবার জন্য

যথা অনুজ্ঞাত সহায়তাদান করা;

(ছ) জেলা স্তরে উহার প্রাধিকারসমূহ কর্তৃক জেলা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজ্য প্রাধিকারের সহিত পরামর্শক্রমে সম্পদের জন্য ব্যবস্থা করা;

(জ) রাজ্যের কোন বিপর্যয় দ্রুত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকারকে—

(i) কোন ঝুঁকিপ্রবণ বা প্রভাবিত এলাকার সহিত জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য;

(ii) প্রভাবিত এলাকাতে বা উহা হইতে কর্মী ও ত্রাণসামগ্রী পরিবহনের জন্য;

(iii) অপসারণ, উদ্ধার, অস্থায়ী আশ্রয় বা অন্যান্য আশু ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য,

(iv) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির বা বিপর্যয়ের এলাকা হইতে মানব বা গবাদি পশুর অপসারণের জন্য,

(v) অস্থায়ী সেতু, জেটি ও অবতরণস্থল স্থাপনের জন্য,

(vi) প্রভাবিত এলাকায় পানীয় জল, অত্যাবশ্যক রসদ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য

ব্যবস্থাদি সমেত উহার সম্পদসমূহ প্রাপ্তিসাধ্য করানো;

(ঝ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য কার্য করা।

রাজ্যের বিভাগসমূহের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা।

৪০। (১) রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগ, রাজ্য প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে,—

(ক) একটি বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিবদ্ধ হইবে:—

(i) যে যে ধরনের বিপর্যয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ঝুঁকিপ্রবণ;

(ii) বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সমেত বিপর্যয় নিবারণ বা উহার প্রভাব প্রশমন বা উভয়েরই জন্য কৌশলাদির সুসংহতকরণ;

(iii) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে রাজ্যের বিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ এবং উহার যে জরুরী সহায়ক কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক হয়, তাহা;

(iv) (iii) উপপ্রকরণ অনুযায়ী ঐরূপ ভূমিকা বা দায়িত্ব বা জরুরী সহায়তামূলক কৃত্য সম্পাদন করিবার পক্ষে উহার প্রস্তুতির বর্তমান অবস্থা;

(v) ৩৭ ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারের মন্ত্রক বা দপ্তরসমূহের দায়িত্বসমূহ সম্পাদনে উহাদিগকে সক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে যে যে সক্ষমতা-তৈরী ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে রাখিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে সেই সকল ব্যবস্থা;

(খ) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত পরিকল্পনা প্রতিবৎসর পুনর্বিলোকন ও সদ্যতন করা; এবং

(গ) রাজ্য প্রাধিকারের নিকট, ক্ষেত্রানুযায়ী, (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণে উল্লিখিত পরিকল্পনার প্রতিলিপি পেশ করা।

(২) রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগ, (১) উপধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুতিকালে, উহাতে বিনির্দিষ্ট কার্যকলাপ বাবদ অর্থ সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা রাখিবেন।

(৩) রাজ্য সরকারের প্রত্যেক বিভাগ, (১) উপধারায় উল্লিখিত বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পর্কে রাজ্য নির্বাহিক কমিটির নিকট একটি রূপায়ণগত স্থিতি-রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

অধ্যায় ৬

স্থানীয় প্রাধিকারসমূহ

স্থানীয় প্রাধিকারের কৃত্যসমূহ।

৪১। (১) জেলা প্রাধিকারের নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, স্থানীয় প্রাধিকার –

(ক) উহার আধিকারিক ও কর্মচারিগণ যাহাতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য প্রশিক্ষিত হন, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন;

(খ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত সম্পদসমূহের এরূপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করিবেন, যাহাতে কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উহা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়,

(গ) উহার অধীনস্থ বা উহার ক্ষেত্রাধিকারের ভিতর সকল নির্মাণ প্রকল্প যাহাতে বিপর্যয় নিবারণ ও প্রশমনের জন্য জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার ও জেলা প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ মান ও বিনির্দেশের অনুসারী হয়, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন;

(ঘ) রাজ্য পরিকল্পনা ও জেলা পরিকল্পনা অনুসারে প্রভাবিত এলাকায় ত্রাণ, পুনর্বাসন, ও পুনর্নির্মাণ কার্যকলাপ সম্পাদন করিবেন।

(২) স্থানীয় প্রাধিকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা লইতে পারিবেন।

অধ্যায় ৭

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট।

৪২। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন সেরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট নামক একটি ইনস্‌টিটিউট গঠিত হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ সংখ্যক সদস্য লইয়া বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট গঠিত হইবে।

(৩) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটের সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও তাঁহাদের মধ্যে পদশূন্যতা এবং ঐরূপ পদশূন্যতা পূরণ করিবার প্রণালী, যেরূপ বিহিত করা যাইবে সেরূপ হইবে।

(৪) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটে একটি পরিচালন সংস্থা থাকিবে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটের সদস্যগণের মধ্য হইতে গঠিত হইবে।

(৫) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটের পরিচালন সংস্থা, প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত করা হইবে সেরূপ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও সেরূপ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৬) পরিচালন সংস্থার ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগে ও কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তৎকর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া, এবং পরিচালন সংস্থার সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও তাঁহাদের মধ্য হইতে পদশূন্যতা পূরণের প্রণালী, প্রনিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিহিত করা হইবে, সেরূপ হইবে।

(৭) এই ধারা অনুযায়ী প্রনিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার ঐরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন; এবং ঐভাবে প্রণীত নিয়মাবলী বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট উহার ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৮) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট, জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক নিবদ্ধ বৃহত্তর নীতি ও নির্দেশিকার মধ্যে কার্য করিবেন এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন, তথ্য-সংরক্ষণ এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন নীতি, নিবারণমূলক বন্দোবস্ত ও প্রশমন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় স্তরে তথ্যভাণ্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করিবার এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রোন্নত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৯) (৮) উপধারায় নিহিত বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, জাতীয় ইনস্‌টিটিউট উহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনে,–

(ক) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে প্রশিক্ষণ ধারার উন্নয়ন করিতে, গবেষণা ও তথ্য-সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংগঠিত করিতে পারিবে;

(খ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের সকল দিক আওতাভুক্ত করিয়া একটি সর্বার্থসাধক মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা সূচিত ও রূপায়ণ করিতে পারিবে;

(গ) জাতীয় স্তরে নীতি নির্ধারণে সহায়তাদান করিতে পারিবে;

(ঘ) সরকারী কৃত্যকারীগণসমেত স্টেকহোল্ডারগণের জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচীসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্‌টিটিউটসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের ব্যবস্থা করিতে এবং রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষণ ইনস্‌টিটিউটসমূহের ফ্যাকাল্টি সদস্যগণের প্রশিক্ষণভার গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঙ) রাজ্যস্তরের নীতি, কৌশল ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকাঠামো সূত্রিত করিতে রাজ্য সরকারসমূহ ও রাজ্য প্রশিক্ষণ ইনস্‌টিটিউটসমূহকে সহায়তা প্রদান করিবার এবং স্টেকহোল্ডারগণের, কৃত্যকারীগণসমেত সরকার, অসামরিক সমাজের সদস্য, করপোরেট ক্ষেত্র ও নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণের সক্ষমতা-তৈরী করিবার পক্ষে রাজ্য সরকারসমূহ বা রাজ্য প্রশিক্ষণ ইনস্‌টিটিউটসমূহ কর্তৃক যেরূপ অনুজ্ঞাত হইতে পারে, সেরূপ অন্য কোন সহায়তা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম সমেত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণসমূহের উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(ছ) মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্র, প্রযুক্তিবিদ এবং বহুমুখী সংকট প্রশমন, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা ব্যবস্থাদির সহিত জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সমেত স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে সচেতনতা প্রোন্নত করিতে পারিবে;

(জ) উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ প্রোন্নত করিতে দেশের ভিতরে ও বাহিরে পাঠ্যক্রম, সম্মেলন, বক্তৃতা ও সেমিনারের ভারগ্রহণ করিতে, সংগঠিত করিতে ও সুবিধাদান করিতে পারিবে;

(ঝ) উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অগ্রসারণে জার্নাল, গবেষণাপত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশনের ভারগ্রহণ ও ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং গ্রন্থাগারাদি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(ঞ) উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে যেরূপ সহায়ক বা আনুষঙ্গিক হইবে, সেরূপ অন্যান্য সকল বৈধ কার্য করিতে পারিবে; এবং

(ট) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তৎপ্রতি যেরূপ নির্দিষ্ট করা যাইবে, সেরূপ অন্যান্য কৃত্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে।

জাতীয় ইনস্টিটিউটের আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণ।

৪৩। কেন্দ্রীয় সরকার, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্টিটিউটকে, উহার কৃত্যাদি সম্পাদনের জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেরূপ আধিকারিক, পরামর্শদাতা ও অন্যান্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করিবেন।

অধ্যায় ৮

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

৪৪। (১) কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় দক্ষতার সহিত মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠন করা হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যেরূপ বিহিত করা যাইবে, ঐ বাহিনী সেরূপ প্রণালীতে গঠিত হইবে এবং শৃঙ্খলারক্ষা সংক্রান্ত বিধানাবলী সমেত বাহিনীর সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী, সেরূপ হইবে।

নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশন ইত্যাদি।

৪৫। বাহিনীর সাধারণ অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ জাতীয় প্রাধিকারে বর্তাইবে ও তৎকর্তৃক প্রযুক্ত হইবে এবং বাহিনীর নেতৃত্ব ও অবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেলরূপে নিযুক্ত হইবেন এরূপ একজন আধিকারিকের উপর বর্তাইবে।

অধ্যায় ৯

অর্থ, হিসাবপত্র ও নিরীক্ষা

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল।

৪৬। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় মোকাবিলা করিবার জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল নামক একটি তহবিল গঠন করিবেন, এবং উহাতে—

(ক) সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে বিধি দ্বারা যথাযথ উপযোজনের পর, কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেরূপ অর্থপরিমাণ,

(খ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে এরূপ কোন অনুদান,

জমা করা হইবে।

(২) জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল, জাতীয় প্রাধিকারের সহিত পরামর্শক্রমে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিবদ্ধ নির্দেশিকা অনুসারে জরুরী মোকাবিলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বাবদ খরচ মিটাইবার জন্য জাতীয় নির্বাহিক কমিটির নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা হইবে।

জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন তহবিল।

৪৭। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একাধিকৃতরূপে বিপর্যয় প্রশমনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহের জন্য জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন তহবিল নামক একটি তহবিল গঠন করিবেন, এবং উহাতে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ কর্তৃক এতৎপক্ষে বিধি দ্বারা যথাযথ উপযোজনের পর, যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেরূপ অর্থপরিমাণ জমা করা হইবে।

(২) জাতীয় বিপর্যয় প্রশমন তহবিল, জাতীয় প্রাধিকার কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক তহবিল গঠন।

৪৮। (১) রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রাধিকার ও জেলা প্রাধিকারসমূহ গঠনের জন্য প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পর, এই আইনের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত তহবিলসমূহ গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল নামক তহবিল;

(খ) জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল নামক তহবিল;

(গ) রাজ্য বিপর্যয় প্রশমন তহবিল নামক তহবিল;

(ঘ) জেলা বিপর্যয় প্রশমন তহবিল নামক তহবিল।

(২) রাজ্য সরকার — ইহা সুনিশ্চিত করিবেন, যাহাতে —

(i) (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত তহবিল রাজ্য নির্বাহী কমিটির নিকট প্রাপ্তিসাধ্য হয়;

(ii) (১) উপধারার (গ) উপপ্রকরণ অনুযায়ী গঠিত তহবিল রাজ্য প্রাধিকারের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য হয়;

(iii) (১) উপধারার (খ) ও (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী গঠিত তহবিল জেলা প্রাধিকারের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য হয়।

মন্ত্রক ও বিভাগসমূহ কর্তৃক তহবিল আবণ্টন।

৪৯। (১) ভারত সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রক বা বিভাগ, উহার বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনায় বিন্যস্ত কার্যকলাপ ও কর্মসূচী চালাইবার উদ্দেশ্যে তহবিল বাবদ উহার বার্ষিক বাজেটে ব্যবস্থা রাখিবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, রাজ্য সরকারের বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

জরুরী সংগ্রহকরণ ও হিসাব।

৫০। যেক্ষেত্রে কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতির বা বিপর্যয়ের কারণে, জাতীয় প্রাধিকার বা রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকারের এরূপ প্রতীতি হয় যে, উদ্ধার বা ত্রাণের জন্য রসদ বা উপকরণের আশু সংগ্রহকরণ বা সম্পদের আশু প্রয়োগ আবশ্যক সেক্ষেত্রে —

(ক) উহা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রাধিকারকে জরুরী সংগ্রহকরণে প্রাধিকৃত করিবেন এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে, টেন্ডার আহ্বান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচলিত প্রক্রিয়া, মকুব বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) রসদ বা উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে, ক্ষেত্রানুযায়ী, জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার বা জেলাপ্রাধিকার কর্তৃক প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র, ঐরূপ রসদ বা উপকরণাদি জরুরিভিত্তিতে সংগ্রহকরণের হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে বৈধ দস্তাবেজ বা ভাউচার বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ১০

অপরাধ ও দণ্ড

বাধাদান ইত্যাদির জন্য দণ্ড।

৫১। যে কেহ, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত–

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে, অথবা জাতীয় প্রাধিকার বা রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকার কর্তৃক প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী তাহার কৃত্যসমূহ সম্পাদনে বাধাদান করেন, অথবা

(খ) এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকার কর্তৃক বা উহাদের তরফ হইতে প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন,

তিনি দোষসিদ্ধির পর, একবৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন, এবং যদি ঐরূপ বাধাদান বা নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতির ফলে জীবনহানি বা উহার বিপদ আসন্ন হয়, তাহাহইলে দোষসিদ্ধির পর, দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবেন।

মিথ্যা দাবির জন্য দণ্ড।

৫২। যে কেহ, জ্ঞাতসারে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকারের কোন আধিকারিকের নিকট হইতে বিপর্যয়ের পরিণামিক ত্রাণ, সহায়তা, মেরামতি, পুনর্নির্মাণ বা অন্যান্য সুবিধালাভের জন্য এরূপ কোন দাবি করেন যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তিনি দোষসিদ্ধির পর, দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে এবং জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবেন।

অর্থ, উপকরণ ইত্যাদি আত্মসাতের জন্য দণ্ড।

৫৩। যে কেহ, কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতিতে বা বিপর্যয়ে ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কোন অর্থ বা উপকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া, অথবা অন্যথা কোন অর্থ বা দ্রব্যের অভিরক্ষক বা উহার উপর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ অর্থ বা উপকরণ বা উহার কোনও অংশ আত্মসাৎ করেন বা স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করেন বা উহার বিলি-বন্দোবস্ত করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য করেন, তিনি দোষসিদ্ধির পর, দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে, এবং জরিমানাতেও দণ্ডনীয় হইবেন।

মিথ্যা সতর্কীকরণের জন্য দণ্ড।

৫৪। যে কেহ বিপর্যয় বা উহার তীব্রতা বা মাত্রা সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মিথ্যা বিপদসংকেত বা সতর্কবার্তা দেন বা প্রচার করেন, তিনি দোষসিদ্ধির পর এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে বা জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

সরকারী বিভাগ কর্তৃক অপরাধ।

৫৫। (১) যেক্ষেত্রে সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক কোন অপরাধ কৃত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ বিভাগের প্রধান ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনীত হইবার দায়িতাধীন হইবেন ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবেন, যদিনা, তিনি প্রমাণ করেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ অপরাধ ঘটিয়াছিল অথবা ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারণার্থে তিনি সকল যথোচিত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(২) (১) উপধারায় যাহাকিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোন অপরাধ সরকারের কোন বিভাগ কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বিভাগের প্রধান ভিন্ন অন্য কোন আধিকারিকের সম্মতি বা মৌনানুমোদনক্রমে সংঘটিত হইয়াছে বা তাহার কোন অবহেলার প্রতি আরোপনীয় হয়, সেক্ষেত্রে ঐ আধিকারিক ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহসমূহ আনীত হইবার দায়িতাধীন হইবেন ও তদনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন।

আধিকারিকের কর্তব্যে ব্যর্থতা বা এই আইনের বিধানাবলী উল্লঙ্ঘনে তাঁহার মৌন সম্মতি।

৫৬। সেরূপ কোন আধিকারিক, যাঁহার উপর এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী কোন কর্তব্য আরোপিত হইয়া থাকে, এবং যিনি তাঁহার পদীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে বিরত থাকেন বা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন অথবা কর্তব্য হইতে নিজেকে অপসৃত করেন, তিনি, তাঁহার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের নিকট হইতে স্পষ্ট লিখিত অনুমোদন প্রাপ্ত না হইলে বা ঐরূপ করিবার জন্য অন্য কোন বিধিসম্মত অব্যাহতি না থাকিলে, এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা জরিমানায় দণ্ডিত হইবেন।

অধিযাচন সংক্রান্ত আদেশ উল্লঙ্ঘনের জন্য দণ্ড।

৫৭। যদি কোন ব্যক্তি ৬৫ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশের উল্লঙ্ঘন করেন, তাহাহইলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ।

৫৮। (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানি বা নিগমিত সংস্থা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ অপরাধ সংঘটনকালে কোম্পানির কার্য চালনায় যিনি কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন, সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তথা কোম্পানি ঐরূপ উল্লঙ্ঘনে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনীত হইবার দায়িতাধীন হইবেন ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবেন :

তবে, এই উপধারার কোনকিছুই সেরূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনে ব্যবস্থিত কোনও দণ্ড পাইবার দায়িতাধীন করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে, ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল বা ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারণার্থে তিনি যথোচিত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে ঐ অপরাধ ঐ কোম্পানির কোনও ডাইরেক্টর, পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকের সম্মতি বা মৌন সম্মতিক্রমে ঘটিয়াছিল বা ঐ অপরাধ উহাদের কোনও অবহেলার প্রতি আরোপণীয় হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ ডাইরেক্টর, পরিচালক, সচিব বা অন্য আধিকারিকও ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ আনীত হইবার ও তদনুসারে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন।

ব্যাখ্যা। – এই ধারার উদ্দেশ্যে–

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থাকে বুঝায় এবং ফার্ম বা অন্যান্য ব্যক্তি পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

(খ) ফার্ম সম্পর্কে "ডাইরেক্টর" বলিতে, ফার্মের কোন অংশীদারকে বুঝায়।

অভিযুক্তির জন্য পূর্বানুমোদন।

৫৯। ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাজ্য সরকারের অথবা ঐরূপ সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন আধিকারিকের পূর্বানুমোদন ভিন্ন ৫৫ ও ৫৬ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহের জন্য কোনও অভিযুক্তি দায়ের করা যাইবে না।

অপরাধ প্রগ্রহণ।

৬০। কোন আদালত—

(ক) জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা প্রাধিকার অথবা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ প্রাধিকার বা সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত অন্য কোন প্রাধিকার বা আধিকারিক কর্তৃক, অথবা

(খ) যিনি অভিকথিত অপরাধ বিষয়ে জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা প্রাধিকার বা যথাপূর্বোক্তরূপে প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারের নিকট অভিযোগ করিবার তাহার অভিপ্রায় বিষয়ে বিহিত প্রণালীতে অন্যূন ত্রিশদিনের নোটিস প্রদান করিয়া থাকেন সেরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক

কৃত অভিযোগের উপর ব্যতীত, কোন অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না।

অধ্যায় ১১

বিবিধ

বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ।

৬১। বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণদানকালে, লিঙ্গ, জাতি, গোষ্ঠী, জন্ম বা ধর্মের হেতুতে কোন প্রকার বৈষম্য করা চলিবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশদানের ক্ষমতা।

৬২। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সাবলীল করিবার জন্য ও উহাতে সহায়তা করিবার জন্য, ক্ষেত্রানুযায়ী, ভারত সরকারের মন্ত্রক বা বিভাগসমূহ, বা জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, বা রাজ্য

সরকার, রাজ্য প্রাধিকার, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহ বা উহাদের কোন আধিকারিক বা কর্মচারীকে লিখিত নির্দেশদান করা বিধিসম্মত হইবে, এবং ঐরূপ মন্ত্রক বা বিভাগ বা সরকার, বা প্রাধিকার, নির্বাহিক কমিটি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, আধিকারিক বা কর্মচারী ঐরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

উদ্ধারকার্যের জন্য লোকবল প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

৬৩। বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমন বা উদ্ধার বা ত্রাণকার্যের সহিত সম্পর্কিত কোনও কৃত্য সম্পাদনের জন্য জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, কোনও রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকার অথবা ঐরূপ কমিটি বা প্রাধিকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোনও ব্যক্তি যখন সংঘ বা রাজ্যের কোনও আধিকারিক বা প্রাধিকারীকে অনুরোধ করিবেন, তখন তিনি, যেরূপ অনুরোধ করা হইবে সেরূপ আধিকারিক ও কর্মচারিগণকে, ঐ কমিটি বা প্রাধিকার বা ব্যক্তির নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিবেন।

কতিপয় অবস্থায় নিয়মাবলী ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধন করা।

৬৪। এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিপর্যয় নিবারণ বা প্রশমনের উদ্দেশ্যে যদি, ক্ষেত্রানুযায়ী, জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকারের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কোনও নিয়মের বিধানাবলী, প্রনিয়ম, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশিকা, অনুদেশ, আদেশ, পরিকল্প বা উপবিধি প্রণয়ন বা সংশোধন করা আবশ্যক, তাহা হইলে উহা, ঐ উদ্দেশ্যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ নিয়মাবলী, প্রনিয়ম, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশিকা, অনুদেশ, আদেশ, পরিকল্প বা উপবিধির সংশোধন অনুজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং যথাযোগ্য বিভাগ বা প্রাধিকার ঐ অনুজ্ঞা পালনার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

উদ্ধারকার্য ইত্যাদির জন্য সম্পদ, রসদ, যানবাহন ইত্যাদি অধিযাচন করিবার ক্ষমতা।

৬৫। যদি জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকার অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবেন সেরূপ কোনও আধিকারিকের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে,–

(ক) দ্রুত মোকাবিলার জন্য কোন প্রাধিকার বা ব্যক্তির নিকট থাকা কোন সম্পদ আবশ্যক;

(খ) উদ্ধারকার্যের জন্য কোন গৃহাদি পরিসর আবশ্যক বা আবশ্যক হইতে পারে; অথবা

(গ) বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা হইতে সম্পদ পরিবহণ বা প্রভাবিত এলাকায় সম্পদ পরিবহণ অথবা উদ্ধার, পুনর্বাসন বা পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত পরিবহণের প্রয়োজনে কোনও যানবাহন আবশ্যক বা আবশ্যক হইতে পারে,

তাহাহইলে ঐরূপ প্রাধিকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ সম্পদ বা গৃহাদি পরিসর বা ঐরূপ যানবাহন অধিযাচন করিতে পারিবেন, এবং ঐ অধিযাচন সম্পর্কে যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেরূপ অধিকতর আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যখনই (১) উপধারা অনুযায়ী কোন সম্পদ, গৃহাদি পরিসর বা যানবাহন অধিযাচন করা হয়, তখন ঐরূপ অধিযাচনের সময়সীমা, ঐ উপধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের যেটির জন্য ঐরূপ সম্পদ, গৃহাদি পরিসর বা যানবাহন যে সময়সীমার জন্য আবশ্যক হয়, সেই সময়সীমার পর বর্ধিত হইবে না।

(৩) এই ধারায়,–

(ক) ''সম্পদ'' লোক ও উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(খ) ''পরিষেবা'' সুযোগসুবিধাকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(গ) ''গৃহাদি পরিসর'' বলিতে কোন ভূমি, ভবন বা ভবনের কোন অংশকে বুঝায়, এবং কুঁড়েঘর, চালা বা অন্যান্য নির্মিতি বা উহাদের কোনও অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) ''যানবাহন'' বলিতে পরিবহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য কোন যানবাহনকে বুঝায়, তাহা যন্ত্রশক্তি চালিত বা অন্যথা যাহাই হউক।

ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৬৬। (১) যখন ৬৫ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন কমিটি, প্রাধিকার বা আধিকারিক ঐ ধারা অনুসরণক্রমে কোন গৃহাদি পরিসর অধিযাচন করেন, তখন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনাধীনে লইয়া নির্ধারিত অর্থপরিমাণ স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে, যথা:–

(i) ঐ গৃহাদি পরিসর সম্পর্কে প্রদেয় ভাড়া, অথবা ঐরূপে কোন ভাড়া প্রদেয় না হইলে, ঐ স্থানীয় এলাকায় সমপ্রকৃতির গৃহাদি পরিসর সম্পর্কে প্রদেয় ভাড়া;

(ii) যদি ঐ গৃহাদি পরিসর অধিযাচনের ফলে স্বার্থান্বিত ব্যক্তি তাহার বাসস্থান বা কারবারস্থল পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন, তাহাহইলে ঐরূপ পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক যুক্তিসঙ্গত ব্যয় (যদি কিছু থাকে):

তবে যেক্ষেত্রে কোন স্বার্থান্বিত ব্যক্তি ঐভাবে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থপরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া বিষয়টি সালিশের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য ত্রিশদিনের মধ্যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত সালিশ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, ক্ষতিপূরণের সেরূপ অর্থপরিমাণ প্রদান করা হইবে:

পরন্তু যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ লাভের স্বত্ব সম্পর্কে বা ক্ষতিপূরণের অর্থপরিমাণ বিভাজন সম্পর্কে কোন বিবাদ থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত সালিশের নিকট নির্ধারণের জন্য প্রেরণ করা হইবে, এবং ঐরূপ সালিশের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিষয়টি নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।– এই উপধারায় অভিব্যক্ত "স্বার্থান্বিত ব্যক্তি" বলিতে অধিযাচনের অব্যবহিত পূর্বে ৬৫ ধারা অনুযায়ী অধিযাচিত গৃহাদি পরিসরের যিনি প্রকৃত দখলকারী ছিলেন সেই ব্যক্তিকে, অথবা যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ঐরূপ প্রকৃত দখলে না থাকেন, সেক্ষেত্রে ঐরূপ গৃহাদি পরিসরের মালিককে বুঝায়।

(২) যখন ৬৫ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন কমিটি, প্রাধিকার বা আধিকারিক ঐ ধারা অনুসরণক্রমে কোন যানবাহন অধিযাচন করিবেন, তখন উহার মালিককে, ঐরূপ যানবাহন ভাড়া করিবার জন্য স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত ভাড়া বা দরের ভিত্তিতে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থপরিমাণ, ক্ষতিপূরণরূপে প্রদান করিতে হইবে:

তবে যেক্ষেত্রে ঐরূপ যানবাহনের মালিক ঐরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থপরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া বিষয়টি সালিশের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য বিহিত সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত সালিশ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, ক্ষতিপূর্তির সেরূপ অর্থপরিমাণ প্রদান করিতে হইবে:

পরন্তু যেক্ষেত্রে ঐ অধিযাচনের অব্যবহিত পূর্বে ঐ যানবাহন বা জলযান কিস্তিবন্দি-ক্রয় চুক্তিবলে মালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দখলাধীন থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ অধিযাচন সম্পর্কে প্রদেয় সর্বমোট ক্ষতিপূরণরূপে এই উপধারা অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থপরিমাণ, ঐ ব্যক্তি ও মালিকের মধ্যে যেরূপ সম্মত হওয়া যাইবে সেরূপ প্রণালীতে, এবং চুক্তি না থাকিলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত সালিশ যেরূপ স্থির করিবেন সেরূপ প্রণালীতে বিভাজিত হইবে।

সতর্কীকরণ ইত্যাদি সংজ্ঞাপনের জন্য সংবাদমাধ্যমকে নির্দেশদান।

৬৭। জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার, বা জেলা প্রাধিকার কোন আসন্ন বিপর্যয় পরিস্থিতি বা বিপর্যয় সম্পর্কে কোন সতর্কীকরণ বা উপদেশাদি প্রচার করিবার জন্য শ্রাব্য বা শ্রাব্য-দৃশ্য বা যেরূপ প্রাপ্তিসাধ্য হইবে সংজ্ঞাপনের সেরূপ অন্য কোন মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণকারী কোনও ব্যক্তি বা প্রাধিকারীকে নির্দেশ দিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন, এবং যথা-উদ্দিষ্ট উক্ত সংজ্ঞাপন মাধ্যম বা সংবাদমাধ্যম ঐরূপ নির্দেশ পালন করিবেন।

আদেশ বা সিদ্ধান্তের প্রমাণীকরণ।

৬৮। জাতীয় প্রাধিকার বা জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য প্রাধিকার বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকারের প্রতিটি আদেশ বা সিদ্ধান্ত, জাতীয় প্রাধিকার, বা জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে উহার সেরূপ আধিকারিক কর্তৃক প্রমাণীকৃত করিতে হইবে।

ক্ষমতার প্রত্যভিযোজন।

৬৯। ক্ষেত্রানুযায়ী, জাতীয় নির্বাহিক কমিটি বা রাজ্য নির্বাহিক কমিটি লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্ত ও পরিসীমা যদি কিছু থাকে তৎসাপেক্ষে, উহা যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন এই আইন অনুযায়ী উহার সেরূপ ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ উহার চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্যকে বা কোন আধিকারিককে প্রত্যভিযোজন করিতে পারিবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন।

৭০। (১) জাতীয় প্রাধিকার প্রতিবৎসর একবার, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও সেরূপ সময়ে, পূর্ববর্তী বৎসরে উহার কার্যকলাপের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন, এবং উহার প্রতিলিপিসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং ঐ সরকার উহা প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে উহা সংসদের উভয় সদনের সমক্ষে পেশ করাইবেন।

(২) রাজ্য প্রাধিকার প্রতিবৎসর একবার, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে ও সেরূপ সময়ে, পূর্ববর্তী বৎসরে উহার কার্যকলাপের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন, এবং উহার প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং ঐ সরকার উহা, যেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমণ্ডল দুইটি সদন লইয়া গঠিত হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সদনের সমক্ষে বা যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধানমণ্ডল একটি সদন লইয়া গঠিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ সদনের সমক্ষে পেশ করাইবেন।

আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের প্রতিবন্ধকতা।

৭১। কোন আদালতের (সুপ্রিম কোর্ট বা কোন হাইকোর্ট ভিন্ন), এই আইন দ্বারা অর্পিত বা উহার কৃত্যসমূহ সম্পর্কিত কোন ক্ষমতার অনুসরণক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকার কর্তৃক কৃত কোন কিছু, গৃহীত ব্যবস্থা, প্রদত্ত আদেশ, নির্দেশ, অনুদেশ বা নির্দেশিকা সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা থাকিবে।

৭২। এই আইনের বিধানাবলীর, তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে বা এই আইন ভিন্ন অন্য কোন বিধি বলে কার্যকারিতাসম্পন্ন কোন সংলেখে অসমঞ্জস কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, কার্যকারিতা থাকিবে।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থা।

৭৩। এই আইনের বিধানাবলী অথবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী বা প্রনিয়মাবলী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় প্রাধিকার বা রাজ্য সরকার বা রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকার বা স্থানীয় প্রাধিকার, অথবা কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় প্রাধিকার বা রাজ্য সরকার বা রাজ্য প্রাধিকার বা জেলা প্রাধিকার বা স্থানীয় প্রাধিকারের কোন আধিকারিক বা কর্মচারী, অথবা ঐরূপ সরকার বা প্রাধিকারের পক্ষে কার্য করিতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত বলিয়া তাৎপর্যিত বা কৃত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য ঐরূপ প্রাধিকার বা সরকার বা আধিকারিক বা কর্মচারী বা ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোন মোকদ্দমা বা অভিযুক্তি বা অন্য কোন কার্যবাহ চলিবে না।

বৈধিক প্রক্রিয়া হইতে রেহাইপ্রাপ্তি।

৭৪। কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় প্রাধিকার, জাতীয় নির্বাহিক কমিটি, রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রাধিকার, রাজ্য নির্বাহিক কমিটি বা জেলা প্রাধিকারের আধিকারিক বা কর্মচারিগণ, তাঁহাদের পদীয় সামর্থ্যে তৎকর্তৃক সংজ্ঞাপিত বা প্রচারিত কোনও আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধীয় কোন সতর্কীকরণ সম্পর্কে, অথবা ঐরূপ সংজ্ঞাপন বা প্রচার অনুসারে তৎকর্তৃক গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ সম্পর্কে, বৈধিক প্রক্রিয়া হইতে রেহাইপ্রাপ্ত হইবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৭৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা:—

(ক) ৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী জাতীয় প্রাধিকারের গঠন ও সদস্যগণের সংখ্যা এবং (৪) উপধারা অনুযায়ী জাতীয় প্রাধিকারের সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী;

(খ) ৭ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণকে প্রদেয় ভাতাসমূহ;

(গ) ৮ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সনের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ, এবং ৮ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী স্বীয় ক্ষমতাদি প্রয়োগে ও কৃত্যাদি সম্পাদনে জাতীয় নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়াসমূহ;

(ঘ) ৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটির সহিত যুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদেয় ভাতাসমূহ;

(ঙ) ৪২ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটের সদস্যগণের সংখ্যা, (৩) উপধারা অনুযায়ী সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও পদশূন্যতাসমূহ এবং ঐরূপ পদশূন্যতা পূরণ করিবার প্রণালী, এবং (৪) উপধারা অনুযায়ী বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউটের পরিচালন সংস্থা গঠন করিবার প্রণালী;

(চ) ৪৪ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী বাহিনী গঠন করিবার প্রণালী, এবং শৃঙ্খলারক্ষা সম্পর্কিত বিধানাবলী সমেত বাহিনীর সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী;

(ছ) ৬০ ধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী জাতীয় প্রাধিকার, রাজ্য প্রাধিকার, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার অথবা অন্য প্রাধিকারী বা আধিকারিকের নিকট অপরাধের ও অভিযোগ করিবার অভিপ্রায়ের নোটিস করিবার প্রণালী;

(জ) ৭০ ধারা অনুযায়ী যে ফরমে ও যে সময়ের মধ্যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ঝ) অন্যান্য যে যে বিষয় বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে, অথবা যাহার সম্পর্কে নিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৭৬। (১) বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য এই আইন তথা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ প্রনিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) পরিচালন সংস্থা কর্তৃক যে যে ক্ষমতা ও কৃত্য প্রযুক্ত ও সম্পাদিত হইবে তাহা;

(খ) পরিচালন সংস্থা উহার ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগে ও কৃত্যসমূহ সম্পাদনে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন, তাহা;

(গ) অন্যান্য যে বিষয়ের জন্য এই আইন অনুযায়ী প্রনিয়মাবলী দ্বারা ব্যবস্থা করা যাইবে তাহা।

নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলী সংসদের সমক্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

৭৭। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের জাতীয় ইনস্‌টিটিউট কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক প্রনিয়ম প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে সর্বমোট ত্রিশদিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, সে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে; এবং যদি, যে সত্রে উহা স্থাপিত হয় সেই সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্র বা যথাপূর্বোক্ত আনুক্রমিক সত্রসমূহ অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মে বা প্রনিয়মে কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহাইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম কেবল, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে, বা আদৌ কার্যকর হইবে না; তবে এরূপভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম বা প্রনিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুর সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৭৮। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ১৪ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য প্রাধিকারের গঠন ও সদস্যগণের সংখ্যা, এবং (৫) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য প্রাধিকারের সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও চাকরির শর্তাবলী;

(খ) ১৭ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণকে প্রদেয় ভাতাসমূহ;

(গ) ২০ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য নির্বাহিক কমিটির চেয়ারপার্সনের ক্ষমতা ও কৃত্যসমূহ, এবং (৪) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য নির্বাহিক কমিটির ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে ও কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তৎকর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(ঘ) ২১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী রাজ্য নির্বাহিক কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটির সহিত যুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদেয় ভাতাসমূহ;

(ঙ) ২৫ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রাধিকারের গঠন ও সদস্যগণের সংখ্যা, এবং (৩) উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রাধিকারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহ এবং সম্পাদনীয় কৃত্যসমূহ;

(চ) ২৮ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রাধিকার কর্তৃক গঠিত কোনও কমিটির সহিত বিশেষজ্ঞরূপে যুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রদেয় ভাতাসমূহ;

(ছ) অন্যান্য যে যে বিষয় বিহিত করিতে হইবে বা বিহিত করা যাইবে, অথবা তাহার সম্পর্কে নিয়মাবলীর দ্বারা ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা।

(৩) এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, যেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমণ্ডল দুইটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে উহার প্রত্যেক সদনের সমক্ষে অথবা যেক্ষেত্রে ঐ বিধানমণ্ডল একটি সদন লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে ঐ সদনের সমক্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা।

৭৯। (১) যদি এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হইলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিবার জন্য উহার নিকট যেরূপ আবশ্যক বা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে এই আইনের প্রারম্ভ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, ঐরূপ কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ, প্রদত্ত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, ক্ষেত্রানুযায়ী, সংসদ বা বিধানমণ্ডলের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

টি.কে. বিশ্বনাথন,
সচিব, ভারত সরকার।